উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বৃহস্পতিবার ২১ কার্তিক ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ১৬৮ সংখ্যা

ফের জোটের জয়

দক্ষিণের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য কর্ণাটকের পাঁচটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে চারটিতেই কংগ্রেস-জেডিএস জোট জয়ী হয়েছে। গত শনিবার এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি লোকসভা কেন্দ্র ও দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের এই উপনির্বাচনে মাত্র একটি লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে বিজেপি। শিমোগা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পার পুত্র বি ওয়াই রাঘবেন্দ্র জয়ী হয়েছেন। ভোটের ব্যবধান পঞ্চাশ হাজারের কিছু বেশি, লোকসভার আসনে উপনির্বাচনের প্রেক্ষিতে যা কম-ই বলা যায়। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন বিজেপির হাতে থাকা বেলারি লোকসভা আসন এবার ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস। ওখানে বিতর্কিত রেড্ডি ভাইদের ঘনিষ্ঠ শ্রীরামালুর বোন বিজেপি প্রার্থী জে শান্তাকে কংগ্রেসের ভি এস উগরাপ্পা প্রায় আড়াই লক্ষ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। খনি দুর্নীতির কাণ্ডে অভিযুক্ত রেড্ডি ভাইদের ঘনিষ্ঠ প্রার্থী পরাজিত হওয়া নিঃসন্দেহে বিজেপির পক্ষে অশনিসংকেত। উপনির্বাচনের ফলাফলে গেরুয়া শিবিরের উদ্‌বেগ প্রকাশ পেয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পার কথাতেও। বেলারি লোকসভা ও জামকণ্ডি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের জয়কে তিনি বিজেপির বিপদঘণ্টা বলে মন্তব্য করেছেন। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা ও মিজোরামের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে একদা বিজেপি শাসিত কর্ণাটকের উপনির্বাচনের এই ফল কেন্দ্রের শাসকদলকে যথেষ্টই চাপে ফেলেছে। গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ২৮টি লোকসভা আসনের ১৭টিতেই জয়ী হয়েছিল বিজেপি। এই উপনির্বাচনে তা কমল। কংগ্রেস-জেডিএস জোটের এই ফলাফলে প্রত্যাশিতভাবেই উল্লসিত বিরোধী শিবির। ঐক্যবদ্ধভাবে লড়লে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-কে পরাজিত করা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন। এর আগে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশেও একাধিক উপনির্বাচনে পরাজিত হয়েছে গেরুয়া শিবির। বিশেষত, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ছেড়ে দেওয়া লোকসভা কেন্দ্রে সমাজবাদী দলের জয় তাদের পক্ষে বড়ো আঘাত ছিল। সম্প্রতি বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যের উপনির্বাচনেই পরাজিত হয়েছে শাসকদল। কর্ণাটক উপনির্বাচনের আগে রাজ্যের জোট সরকারকে নিয়ে বিজেপির তীব্র কটাক্ষ ও আস্ফালন যে কোনো কাজেই আসেনি ফলাফলে তার প্রমাণ মিলেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সমীক্ষার ফলও তাদের পক্ষে খুব আশাব্যঞ্জক নয়। এই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের শাসকদল নিশ্চয়ই নড়েচড়ে বসবে। একের পর এক উপনির্বাচনে মানুষ তাঁদের কেন প্রত্যাখ্যান করছেন, তার কারণগুলি পর্যালোচনা করবেন। বিজেপির গত সাড়ে চার বছরের শাসনে দেশবাসীর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাবনিকাশ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। জ্বালানির লাগামছাড়া দাম, একাধিক রাজ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ বিনষ্ট হওয়া, নিত্যপণ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, মুষ্টিমেয় শিল্পপতিকে সুবিধাদান, শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের প্রয়াস ইত্যাদি একের পর এক ঘটনায় কেন্দ্রের শাসকদলের গ্রহণযোগ্যতা নিম্নমুখী হয়েছে। এই আমলে দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়েছেন, ধনীরা আরও ধনী। দেশের আর্থিক নির্ভরতার মূল ভরকেন্দ্র একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বিপুল অর্থ কার্যত লুঠ ও আত্মসাৎ করে বিদেশে চলে গেছেন একাধিক শিল্পপতি। আধারকার্ডকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন লক্ষ লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ। আমজনতার এইসব ক্ষোভ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে উপনির্বাচনের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এইসব বিষয় যদি আমল না দেন, তবে আসন্ন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে তাদের জয় কোনোভাবেই সম্ভব নয়। গত লোকসভা নির্বাচনে অসংগঠিত, বিক্ষিপ্ত বিরোধী দলগুলির অনৈক্যে লাভবান হয়েছিল বিজেপি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের ঐক্য হলে তা গেরুয়া শিবিরের জয়ের পথে নিঃসন্দেহে কাঁটা হয়ে উঠবে। অন্যদিকে, কেন্দ্রের শাসকদলকে পরাভূত করতে হলে অনেক ত্যাগ, সংযম, ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে বিরোধীদেরও। সেই পরীক্ষায় তাঁরা কতটা সফল হবেন তা-ই এখন দেখার।

অমৃতধারা

যিনি বিশ্বাসযোগ্য এবং যাঁহার প্রতি আমরা নির্ভর করিতে পারি তাঁহার সত্তাতেই তোমার এজীবনকে পূর্ণ করিয়া দাও। আমরা যখন আত্মানুভূতি লাভ করি তখনই আর আমরা জীবনের সঙ্গে কলহ করিতে পারি না। ইহাই আমাদের এক প্রশ্ন যে সেই মহাশক্তির সঙ্গে নিজেদের মিলাইয়া ফেলিব কি? উন্নত জ্ঞান লাভ করিলেই আমরা মুক্ত হইয়া যাই। এবং যখন আমরা মুক্ত হই তখনই আমাদের উন্নততর গুণাবলি প্রকাশিত হয়। আমাদের উচিত কাজ এই যে ভগবানের আশীর্বাদ লাভের জন্য স্থান প্রস্তুত করিব। আগে এ হৃদয়কে শূন্য করিতে হইবে তবেই আবার তাহাকে পূর্ণ করিতে পারিব। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি, যিনি আমাদের পথ দেখাইতে এবং রক্ষা করিতে সতত প্রস্তুত। এমন কোনো কাজ নাই যাহা শ্রীভগবানের পক্ষে অসম্ভব। আমরা যদি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সম্মুখে নত হইতে পারি তবে কোনো অমঙ্গলই আমাদের স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মসমর্পণের সূত্রেই আমরা ভগবানের কী ইচ্ছা তাহা জানিতে পারি। পূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ আধ্যাত্মিক জীবনের পথে সত্যই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং কার্যকরী। এই গুণ যদি আমাদের থাকে তবে আর আমাদের কোনো দুঃখ বা উপদ্রব থাকিবে না। দেখিব সে সকল যে একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে তাহা নয়, বরঞ্চ আমরা ঐসকল উপদ্রবের উপরে উঠিয়া গিয়াছি।

-স্বামী পরমানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২১৪৩

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি ঃ ১। দশ লক্ষ ৩। পুরাণোক্ত নরকের অধিপতি ৪। কৃপণ ৫। রাজপথ ৭। দেব, ঠাকুর ১০। বিরাম চিহ্নবিশেষ ১২। আমের গন্ধযুক্ত কন্দবিশেষ ১৪। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, আলতা ১৫। খেলায় বা প্রতিযোগিতায় জয় ১৬। দেশি শব্দ যার অর্থ মাটির কলসি।

উপর-নীচ ঃ ১। প্রায় রাজি ২। সোনা বা রুপার পাত, বন্দুক ৩। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজের নাম ৬। প্রেমাস্পদ ৮। খুব ভালো, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ বা উপাদেয় ৯। বিচারালয় ১১। পরস্পর মারপিট, দাঙ্গা ১৩। গজদন্ত ওঠেনি এমন হস্তীশাবক।

সমাধান ■ ২১৪২

পাশাপাশি ঃ ২। মাতৃবৎ ৫। বাফতা ৬। বরকন্দাজ ৮। বান ৯। সাঙ্গ ১১। বন্দুকবাজ ১৩। নবাব ১৪। ব্যারিস্টার।

উপর-নীচ ঃ ১। হাবাগোবা ২। মাতা ৩। বদর ৪। স্বরাজ ৬। বন ৭। কলিঙ্গ ৮। বাচিক ৯। সাজ ১০। বনিবনা ১১। বনাত ১২। বাখারি ১৩। নর।

সেবক-রংপো রেলপথ হল সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার

সম্প্রতি সরাসরি বিমান সংযোগে চলে এসেছে সিকিম। তাতে ওই রাজ্যের পর্যটন আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছে। তবে সিকিমের সঙ্গে দেশের অন্য অংশের রেল সংযোগ স্থাপিত হলে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে, লিখেছেন **অশেষকুমার দাস।**

ভারতের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ সিকিম। লিম্বুদের ভাষায় সিকিমের অর্থ হল সুন্দর বাসস্থান। হিমালয়ের বুকে অবস্থিত এই রাজ্যটির আয়তন মাত্র সাত হাজার ছিয়ানব্বই বর্গকিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী ৬,১০,৫৭৭। এই ছোট্ট রাজ্যটির পর্যটন আকর্ষণ দিনদিন বাড়ছে। এবার পুজোয় দার্জিলিং পাহাড়ে যেমন, তেমনই ডুয়ার্সেও পর্যটকদের ঢল নেমেছিল। ভ্রমণপিপাসুদের লক্ষ্য ছিল সিকিমও। যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিকিম উত্তরবঙ্গনির্ভর। সড়কপথে সিকিম যেতে হয় শিলিগুড়ি হয়ে। রেলপথে যেতে হলে নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনে নেমে বাস বা ভাড়া করা গাড়ি হল অবলম্বন। আর বিমানে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এতদিন বাগডোগরা ছিল ভরসা। কিন্তু গত ২৪ সেপ্টেম্বর দেশের শততম বিমানবন্দরের উদ্বোধন হয় সিকিমের পাকিয়াংয়ে। উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উল্লেখ্য, এই প্রথম বিমানবন্দর পেয়েছে সিকিম। এতে গত মাসে সরাসরি বিমান সংযোগে চলে এসেছে এই রাজ্য। দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এই বিমান সংযোগ ঘটায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বলে আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, এবার সিকিমে শিল্পের বিকাশ ঘটবে, কর্মসংস্থানের সুযোগও ঘটবে। সিকিমে বিমানবন্দরের শিলান্যাস হয়েছিল ২০০৯ সালে, কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের আমলে। দীর্ঘ প্রায় নয় বছর পর স্বপ্নপূরণ হয় সিকিমবাসীর। বিমানবন্দরের উদ্বোধন করতে এসে প্রধানমন্ত্রী আরও একটি সংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সিকিমের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের রেল যোগাযোগ স্থাপনের কাজও দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। বলা বাহুল্য, সিকিমের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের রেল সংযোগ ঘটলে, বলতে হবে, সিকিমবাসীর আরও একটি স্বপ্নপূরণ হল।

দার্জিলিং যদি হয় হিমালয়ের রানি, তবে সিকিম যেন এক রাজপুত্র। কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতচূড়া এখানেই অবস্থিত। সেখানে অবস্থান করেন লেপচা জনগোষ্ঠীর প্রধান দেবতা ইট-বু-দেবু। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তেই রং পরিবর্তন হয় সিকিম পর্বতমালার। একসময় পর্যটনই ছিল সিকিম অর্থনীতির একমাত্র প্রাণভোমরা। ভারতভুক্তির পর সেই অবস্থার অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে সিকিম। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটে। তারা বুঝতে পারে, দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে সিকিমের কুয়াশা দূর হবে না। বরঞ্চ সবকিছু ধোঁয়াশায় ঢেকে যাবে। হয়তো সে সমস্ত কারণেই ২০০৭ সালে সিকিম রেলপথ নির্মাণের দাবি ওঠে। তাছাড়াও চিন সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্য হওয়াতে এই দাবি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে আরও বেশি যুক্তিগ্রাহ্য হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে রেল যোগাযোগ স্থাপনের অর্থই হল গতিশীল অর্থনীতি। সুতরাং, ভারত সরকার এই দাবিকে যুক্তিগ্রাহ্য মনে করেছিল। তাই ২০০৯ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের সেবক রেলস্টেশন থেকে রংপো পর্যন্ত রেলপথের শিলান্যাস করেন।

প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে সেবক-রংপো রেলপথের গুরুত্ব কী, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন পর্যন্ত সিকিম যাওয়া-আসার জন্য রয়েছে একটিমাত্র পথ। সেনাবাহিনী থেকে সাধারণ মানুষ সবাইকে এই পথটিই ব্যবহার করতে হয়। যার ফলে যানজট সহ আরও নানাবিধ ঝামেলায় জড়িয়ে যথেষ্ট সময়ের অপচয় হয়। কিন্তু রেলপথ নির্মিত হলে এই অবস্থার অবসান হবে বলেই বহু মানুষের ধারণা। সেবক-রংপো রেলপথের দূরত্ব হবে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার, যার মধ্যে ৪১.৫৪ কিলোমিটারই হল পশ্চিমবঙ্গের স্বশাসিত এলাকা জিটিএ-র অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, সে কারণেই হয়তো জিটিএ-র নো অবজেকশন প্রয়োজন। শিলান্যাসের সময় এই পথ নির্মাণের খরচ ধরা হয়েছিল ১৩৩৯.৪৮ কোটি টাকা এবং কথা ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে এই কাজ সমাপ্ত হবে। বর্তমানে এই খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,১০০ কোটি টাকা। কাল বিলম্বের কারণেই যে এই ব্যয় বেড়ে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সীমান্তে ডোকলাম কাণ্ডের পর এই রেলপথ নির্মাণের দাবি ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠে। অথচ বেআইনি অভিবাসনকারীদের দাপটে এই পরিকল্পনা কচ্ছপের গতিতে এগোচ্ছে।

> প্রস্তাবিত সেবক-রংপো রেলপথে হবে ব্রডগেজ লাইন। ঘণ্টায় ৬৫ কিলোমিটার গতিতে রেল চলবে। মোট স্টেশনের সংখ্যা হবে ছয়টি। সেবক, রিয়াং, তিস্তা, গেইলখোলা, মল্লি ও রংপো নামের স্টেশন। এই পথে নির্মিত হবে মোট ১৪টি সুড়ঙ্গ। যা মোট দৈর্ঘ্যের ৮৬ শতাংশ। তাছাড়াও থাকবে প্রায় ১০০টির মতো সেতু।

যদিও এই রেলপথ নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় একটি সভাও করেছেন, যাতে অযথা উত্তেজনার সৃষ্টি না হয়, কিন্তু এই রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাদ সেধেছে বনবস্তি ও গ্রামবাসীদের সংগঠন। তাছাড়াও আছে বেশকিছু অসরকারি সংগঠন। যাদের ক্রমাগত আন্দোলনে উন্নয়ন নিয়ে ইতিবাচক ভাবনার মানুষজন আশাহত। কারণ পঞ্চায়েত বা গ্রামসভার নো অবজেকশন তো প্রয়োজন। হিমালয়ান ফরেস্ট অ্যান্ড ভিলেজার্স সংগঠনের লীলাকুমার গুরুং বলেছেন, এই পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রায় ১৬৫টি বনবস্তি ও গ্রামের মানুষ উচ্ছেদ হবে। যার সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। সূত্রের খবর হল, এই সমস্ত মানুষ রেলপথ চায়, কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের দাবি হল পুনর্বাসনের। এখানে বড়ো প্রশ্ন হল, কারা পুনর্বাসন পাওয়ার যোগ্য। কারণ ১৯৮৮ সালে ভারত সরকার একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে কারা কারা গোর্খা নাগরিক বলে বিবেচিত হবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। যদি বিদেশি কেউ এসে বেআইনিভাবে বসবাস করে থাকে তার দায় নিতে সরকার স্বাভাবিকভাবেই অস্বীকার করবে। বহু মানুষের ধারণা, এখানে বেআইনি বসতিই বেশি। সে কারণেই ১৯৮৮-র গোর্খাদের নাগরিকত্ব নিয়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি সরকারের একটি বড়ো অস্ত্র হতে পারে। প্রস্তাবিত সেবক-রংপো রেলপথে হবে ব্রডগেজ লাইন। ঘণ্টায় ৬৫ কিলোমিটার গতিতে রেল চলবে। মোট স্টেশনের সংখ্যা হবে ছয়। সেবক, রিয়াং, তিস্তা, গেইলখোলা, মল্লি ও রংপো নামের স্টেশন। এই পথে নির্মিত হবে মোট ১৪টি সুড়ঙ্গ। যা মোট দৈর্ঘ্যের ৮৬ শতাংশ। তাছাড়াও থাকবে প্রায় ১০০টির মতো সেতু। যার মধ্যে প্রায় ৩৭টি হবে দীর্ঘ আকারের। সবচেয়ে বড়ো সুড়ঙ্গের মাপ হল ৫.১৩ কিলোমিটার। নব্য অস্ট্রিয়ান প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এই সুড়ঙ্গ নির্মিত হবে। সবমিলিয়ে বলা যায় যে, প্রকৃতির বুক চিরে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে তৈরি এই সুড়ঙ্গ সুরক্ষিত করবে রেলপথকে, সেইসঙ্গে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এই এলাকার পর্যটন। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পাওয়া যাবে যেন হাতের মুঠোয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই রেলপথ পৌঁছে যেতে পারে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক পর্যন্ত। রেলমন্ত্রকের অধীনস্থ ইরকন ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে জানা যায়। এই সংস্থাটির জম্মু, উধমপুর, শ্রীনগর ও বারমুলাতে রেলপথ নির্মাণের অভিজ্ঞতা রয়েছে। রেলপথ নির্মাণ হলে তার বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য তিস্তা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে।

আসলে সেবক-রংপো রেলপথ হল সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার। শিলান্যাসের পর সঠিক সময়ে কাজ শুরু হলে ২০১৫ সালে এই রেলপথ চালু হওয়ার কথা। এটা বিভাগীয় দুর্বলতা না জাতীয় ব্যাধি, সে ব্যাপারে সমাজবিজ্ঞানীরা মন্তব্য করতে পারেন। তবে জাতীয় স্বার্থেই যে এই রেলপথ অবিলম্বে নির্মিত হওয়া উচিত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষত সীমান্তের কথা মাথায় রেখে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়া উচিত। কিন্তু উচ্ছেদের প্রতিবাদে যারা এই কাজে বাধা সৃষ্টি করছে তারা কি প্রকৃতই ভারতীয়, সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট মহলের ভেবে দেখা উচিত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রকৃত ভারতীয় হলে কখনোই এদেশে সরকারি ক্ষতিপূরণ থেকে কেউ বঞ্চিত হয়নি। কিন্তু এই প্রস্তাবিত রেলপথে বর্তমান বসবাসকারী মানুষের বেশিরভাগই নাকি প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা অভিবাসনকারী, এমনই অভিযোগ পাওয়া যায়। গত সেপ্টেম্বরে সিকিমে এসে প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে গিয়েছিলেন, সিকিমের সঙ্গে রেল সংযোগের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। তাঁর কথায় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সিকিম রেল সংযোগে আসতে আর বেশি দেরি হবে না। যদি তা হয় তবে সিকিমে পর্যটন তো বটেই, অন্যান্য শিল্পেরও বিকাশ ঘটবে নিশ্চয়।

জনমত মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে টিকিট কাউন্টার বন্ধ করা হচ্ছে

এমনিতেই জলপাইগুড়ির প্রতি রেলের বঞ্চনা সর্বজনবিদিত। বিভাগীয় শহর হলে কী হবে, এখান থেকে তেমন রেল যোগাযোগ নেই। শহরবাসীকে কষ্ট করে টিকিট জোগাড় করতে হয়। তৎকাল, প্রিমিয়ার তৎকাল ইত্যাদি টিকিটের উপর নির্ভরশীল জলপাইগুড়িবাসী। দীর্ঘদিন থেকে টাউন স্টেশনে দুটি টিকিট কাউন্টার চালু আছে এবং যথেষ্ট সংখ্যক যাত্রী লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটছেন। এতে প্রচুর আয় হচ্ছে এই অনলাইনের যুগেও। তবুও কেন একটি কাউন্টার বন্ধ করছেন রেল কর্তৃপক্ষ? জেলায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রীরা আসেন টাউন স্টেশনে টিকিট কাটতে। কারণ কাউন্টার দুটি পুরো সময় খোলা থাকত। এতে যাত্রীদের সুবিধা হত। জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের পরিসেবাও যথেষ্ট ভালো এবং যারা বরিষ্ঠ নাগরিক, প্রতিবন্ধী, মহিলা যাত্রীদের জন্য নতুন কাউন্টার খোলার দাবি উঠেছে। আর সেখানে কাউন্টার বন্ধ করে দেওয়া খুবই দুঃখের।

পুজোর সময় রাত জেগে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হয়েছে যাত্রীদের, দুটি কাউন্টার চালু থাকা সত্ত্বেও। অনেকেই টিকিট পাননি। তাছাড়া তৎকাল টিকিটের জন্য একটি কাউন্টারে সাধারণ টিকিট দেওয়া বন্ধ থাকে। দুটি কাউন্টার থাকাতে অপরটিতে তখন সাধারণ টিকিট বিক্রি করা হত। ফলে জেলাবাসী ভালো পরিসেবা পাচ্ছিলেন। বয়স্ক, অসুস্থ মানুষ, মহিলারা বেশিক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে পারেন না। তাঁদের পক্ষে দুটি কাউন্টার থেকে ভালো পরিসেবা দেওয়া হত। এখন একটি কাউন্টার বন্ধ করে বেসরকারি সংস্থা থেকে টিকিট কাটাকে উৎসাহ দিতে চাইছে রেল কর্তৃপক্ষ। নাগরিকদের রেল পরিসেবা দেবে বলেই তো স্থাপিত হয়েছিল ভারতীয় রেল। সে কথা মনে না রেখে টাউন স্টেশনে একটি কাউন্টার বন্ধ করা হল। ধীরে ধীরে অন্যটিও বন্ধ করে দিয়ে বেসরকারি হাতে রিজার্ভেশন কাউন্টার তুলে দেওয়া হবে। এ হল রেলের অলক্ষুনে পরিকল্পনা। এমন সিদ্ধান্ত কেন নিচ্ছে মোদি সরকার? জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের একটি কাউন্টার বন্ধের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং সত্বর সেটি ফের চালু করার নির্দেশ দিতে রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি।

তিমির ব্যানার্জি

হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

রাস্তার সংস্কার দরকার

রাজারহাট থেকে রাজারহাটের মোড় পর্যন্ত রাস্তাটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। রাস্তা দিয়ে হাঁটাই যায় না। ভাঙাচোরা ওই রাস্তা দিয়েই হাটুরে ছাড়া বহু লোক যাতায়াত করে। বাস, টোটো, অটো নিয়ে চালক অসুবিধায় পড়েন। এই রাস্তাটি সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করে তোলা হোক। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এই আবেদন করছি।

বন্দনা ভট্টাচার্য

জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি।

গ্রামাঞ্চলে চোলাই মদের ব্যবসা বাড়ছে

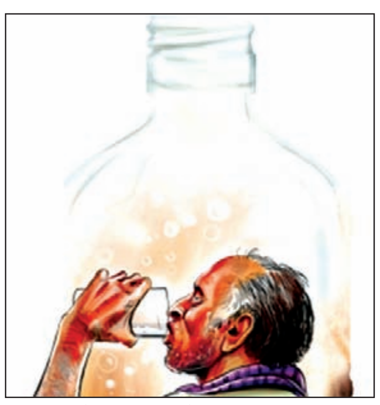

উত্তরের গ্রামাঞ্চলে বেআইনি চোলাই মদের ব্যবসা বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে মদ্যপদের দৌরাত্ম্যের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বহিরাগতরাও অনেক এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় এসে উৎপাত চালায়। কিশোরী থেকে মহিলা সবারই অস্বস্তি, আতঙ্ক বেড়ে গিয়েছে। কী করা যাবে? প্রশাসন যে নীরব।

সংবাদে প্রকাশ, মালদায় বিভিন্ন গ্রামের মহিলারা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করছে এই মদ ও উৎপাতের। একটি সংবাদে প্রকাশ, নেশামুক্ত সমাজ গড়ার দাবিতে মোথাবাড়ি থানার জোতকস্তুরি ও মকুল্লাপুর গ্রামের মহিলারা প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমেছেন। এহেন প্রতিবাদ প্রয়োজন ছিল। শহরাঞ্চলে মদ্যপদের সংখ্য দ্রুত বাড়ছে, সেইসঙ্গে উৎপাতও বেড়ে চলেছে। কিন্তু শহরে প্রতিবাদ করার মতো পরিবেশ নেই। শহুরে সমাজ ঐক্যবদ্ধ নয়, সবাই মদ্যপানকে খারাপ বলেও মনে করেন না। অনেকের বাড়িতে ছোটোরাও মদ্যপানে অভ্যস্ত। এটাকে ওঁরা স্ট্যাটাস বলেই মনে করেন। মদ খাওয়া, মদ খেয়ে মাতলামো করা, স্বল্প পোশাক পরা ইত্যাদি আজকের দিনে সম্মান বাড়ায় বলে অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু গ্রাম এখনও ঐতিহ্য আঁকড়ে বাঁচতে চায়। তারা এখনও ভালো এবং মন্দের ফারাক ভুলে যায়নি।

গ্রামাঞ্চলে পুরুষরা মদের নেশায় মাতলে পরিবার সমূহ সমস্যায় পড়ে। কেননা গ্রামে আয় যে সীমিত। শুধু তাই নয়, দেখা গিয়েছে, মদের বিষক্রিয়ায় গ্রামাঞ্চলে মৃত্যুও বেড়েছে। যে দুই গ্রামের কথা উল্লেখ করেছি, সেই দুই গ্রামের প্রতিবাদী মহিলাদের বেশ কয়েকজন নাকি বিগত পাঁচ বছরে মদের কারণে স্বামীহারা হয়েছেন। তাই সেখানে শুরু হয়েছে মদ ও মদ্যপানের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন। এই আন্দোলনে পুলিশ প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে তাঁরা পাশে পাননি বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু আমরা আছি, নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছি তাঁদের আন্দোলনে। শোনা যায়, বর্তমানে আকালের দিনে গ্রামাঞ্চলে অনেকেই চোলাই মদের কারবার খুলে বসেছে। ভালো আয়ও হচ্ছে তাদের। এবার গ্রামে গ্রামে প্রমীলাবাহিনী গড়ে উঠলে তাদের অবশ্যই প্রমাদ গুনতে হবে।

নিভা দে, ছাত্রী

শিবমন্দির, দার্জিলিং।

এ বিভাগে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে পত্রলেখকরা চিঠি পাঠান। সঙ্গে ছবিও পাঠাতে পারেন। পাঠাতে হবে জনমত বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি- এই ঠিকানায়।

ফাটাপুকুরে যাত্রী বিশ্রামাগার চাই

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির পথে ফাটাপুকুর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেখান থেকে বেলাকোবা, রাজগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলে যাওয়া যায়। এই ফাটাপুকুরের উপর দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এই এলাকা। ফাটাপুকুর থেকে প্রতিদিন বহু যাত্রী বাসে ওঠানামা করেন। এই স্টপেজ থেকে ভারতের বহু অঞ্চলে যাতায়াতের বাস পাওয়া যায়। দূরপাল্লার বাস ফাটাপুকুরে থামে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফাটাপুকুরে কোনো যাত্রীপ্রতীক্ষালয় নেই। ফলে বাস ধরার জন্য যাত্রীদের দাঁড়িয়েই থাকতে হয়। প্রচণ্ড রোদে বা বর্ষায় প্রবল বর্ষণের মধ্যে যাত্রীরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এই স্টপেজে একটি শৌচাগারও প্রয়োজন। বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের শৌচাগার না থাকায় ভীষণ অসুবিধা হয়। পুরুষ যাত্রীরা যত্রতত্র প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে পরিবেশ দূষিত করেন। এমনটা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

তাই যাত্রীসাধারণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ফাটাপুকুরে একটি যাত্রীপ্রতীক্ষালয় তথা বিশ্রামাগার এবং একটি সুলভ শৌচাগার তৈরি করা হোক। আশা করি প্রশাসন অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবে।

নূপুর ব্যানার্জি

হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

রাস্তার ভগ্নদশা

ভোটপট্টি স্কুল মোড় থেকে সুস্থির হাটের দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। বর্তমানে এই ৭ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা ভীষণ খারাপ। সম্পূর্ণ রাস্তাটির দুপাশ ও মধ্যভাগের পিচ উঠে গিয়ে তা বালি পাথরের রাস্তায় পরিণত হয়েছে। রাস্তা থেকে দিনরাত ধুলোবালি উড়ে এসে স্থানীয় মানুষের সমস্যা তৈরি করছে। এই পথে প্রতিদিন অসংখ্য যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু রাস্তা খারাপ হওয়ায় সেই যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন তৈরি হচ্ছে। অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই রাস্তাটির মেরামতির কাজ শুরু করুন।

দেবাশিস পাল

ভোটপট্টি বাসস্ট্যান্ড, জলপাইগুড়ি।

বইপাড়া

বিবর্তন

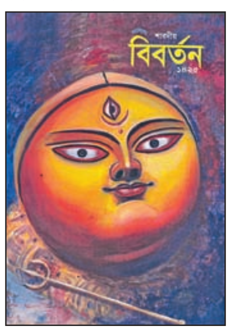

স্বামীজি বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব রয়েছে তাকে জাগাতে হবে। শিক্ষাদীক্ষা, ধনসম্পদ, সমাজজীবন, ধর্মকর্ম সবকিছুর একমাত্র লক্ষ্য এই দেবত্বের বিকাশ। স্বামীজিকে নিয়ে চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন মালবিকা সরকার। শারদীয়া বিবর্তনে আরও কিছু প্রবন্ধ রয়েছে যা সুখপাঠ্য। যেমন ধৃতিমান সরকারের বাংলাদেশ নিয়ে লেখা 'বার বার হাতছানি দেয় ...'। অভিজিৎ দাশের দিনহাটা মহকুমার শিক্ষাচিত্র এক মূল্যবান নিবন্ধ। সম্রাট দাসের 'মুস্তাফীদের দুর্গা' ভীষণ ভালো লেখা। দিনহাটা থেকে গোবর ছড়া। সেখানে এক জীর্ণ মন্দির, সেটাই মুস্তাফীদের দুর্গা মণ্ডপ। আর সেই সূত্রে অজানা নানা তথ্য ভালো লাগল। কবিতা বিভাগে অনেকেই লিখেছেন। বিদিশা দাস লিখেছেন-প্রতিটি দুঃখের রং গোধূলি ... প্রতিটি স্পর্শের রং আলো/...প্রতিটি সম্পর্কের নাম মোহ/... প্রতিটি উপেক্ষার নাম অতল/প্রতিটি অপেক্ষার নাম আশ্রয়। বড়ো ভালো। পীযূষ সরকার লিখেছেন- সম্পর্ক এমন একটা বিছানা/যেখানে সবাই একা একা শোয়। রাজেশ্বরী ষড়ংগীর নিষিদ্ধতাও চমৎকার -সারা শরীরে একটি নদী ডুবিয়ে বসে আছি...। এমনই সব কবিতা। লিখেছেন রূপক সান্যাল, রিমি দে, কিশোর ঘোষ, অমিত দে, শৈবাল মজুমদার, পৃথা রায়চৌধুরি, রিমিল দে এবং আরও অনেকে। গল্প বিভাগও সুনির্বাচিত গল্পে ঠাসা। লিখেছেন উজ্জ্বল আচার্য, আইভি চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ নাগ, সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ সাহা, সঞ্জয়কুমার নাগ, সুজয় চক্রবর্তী, পাপড়ি গুহনিয়োগী, শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশ্রী সাহা চক্রবর্তী প্রমুখ। এছাড়া গুলজারের একগুচ্ছ কবিতা রয়েছে। অনুবাদ করেছেন মানিক সাহা। বিবর্তন প্রকাশিত হয় নেতাজি রোড, দিনহাটা থেকে। সম্পাদক উজ্জ্বল আচার্য।

উত্তরের প্রয়াস

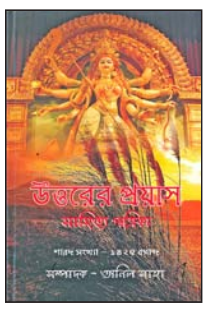

মনসামঙ্গল কাব্যধারায় উত্তরবঙ্গের যে কবি সর্বপ্রথম জনসমক্ষে পরিচিতি লাভ করেছিলেন তাঁর নাম জগজ্জীবন ঘোষাল। দিনাজপুর অঞ্চলের কুচিয়ামেড় বা কোচ আমোরা বা কুড়িয়ামোড়া গ্রামে থাকতেন তিনি। তাঁকে নিয়ে ডঃ বাসুদেব রায়ের প্রবন্ধ ভালো লাগল। উত্তরের প্রয়াস প্রকাশিত হয় সারদাপল্লি, শিবমন্দির মোড়, দার্জিলিং থেকে। এ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় বেশ কিছু ভালো প্রবন্ধ রয়েছে। অলোকানন্দ দাস উত্তরের ডাকলক্ষ্মী পুজো সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। রাজবংশী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ লৌকিক অনুষ্ঠান ডাকলক্ষ্মীর পুজো। কৃষিজমিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি কামনা করে এই পুজো করা হয় আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিনে। ডঃ প্রকাশ অধিকারীর 'গণহত্যা কাণ্ডের মহত্ত্ব ও বিশ্বসন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর' শীর্ষক প্রবন্ধটিও ভালো লাগল। আমাদের জাতীয় জীবনের বড়ো উৎসব দুর্গোৎসব নিয়ে লিখেছেন অনিল সাহা। এ ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য অনেক রচনা। গল্প লিখেছেন সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমি মজুমদার, শিল্পী পালিত, শ্যামলকৃষ্ণ দে প্রমুখ। রম্যরচনা লিখেছেন ভবেশচন্দ্র দাস, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন শ্যামলী রায়, সুশ্বেতা বোস, প্রণয় দাশ, কণিকা দাস, স্নিগ্ধসত্তা সুলেখা, অরুণাভ নাথ, নীলিমা ঈশোর, পৌলমী গঙ্গোপাধ্যায়, লক্ষ্মী নন্দী, নিশিকান্ত সিন্‌হা, বিবেক কবিরাজ প্রমুখ। এ পত্রিকা সম্পাদনা করেন অনিল সাহা।

সংস্কৃতি সংহতি

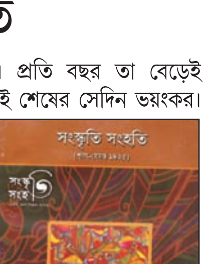

পৃথিবীতে এখন প্রায় ৬১০ কোটি মানুষের বাস। প্রতি বছর তা বেড়েই চলেছে। আর প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ক্রমক্ষয়িষ্ণু। তাই শেষের সেদিন ভয়ংকর। প্রণবেশকুমার চৌধুরি তাঁর 'ইয়েলোস্টান জাতীয় উদ্যান' প্রবন্ধে এই বলে সতর্ক করেছেন সবাইকে। একটি অন্য চিন্তার কাগজ সংস্কৃতি সংহতি। এ পত্রিকার শরৎ-হেমন্ত সংখ্যায় নির্মল দাস লিখেছেন নভেম্বর বিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা। মানস ভট্টাচার্য লিখেছেন স্বামীজির কথা, শিকাগো বক্তৃতার ১২৫তম বর্ষপূর্তিতে। একগুচ্ছ সুনির্বাচিত গল্প রয়েছে পত্রিকায়। লিখেছেন অর্ণব সেন, দেবাশিস চক্রবর্তী, নির্মলকুমার ভট্টাচার্য, মৃদুল শ্রীমানী, অমল কৃষ্ণ রায়, সুদীপ চৌধুরি, রণজিৎ মালাকার, প্রদীপ দে। কবিতা বিভাগে পেলাম রণজিৎ দেব, রাণা সরকার, বেণু সরকার, কমলেশ রাহারায়, উত্তম চৌধুরি, মধুমিতা চক্রবর্তী, শাশ্বতী দেব, হারাধন পাল প্রমুখের কবিতা। এ পত্রিকা প্রকাশিত হয় নেতাজি রোড, আলিপুরদুয়ার থেকে। সম্পাদকমণ্ডলীতে রয়েছেন নির্মলকুমার ভট্টাচার্য, রণজিৎ দেব, কমলেশ রাহারায়।

-কঙ্কণ নন্দী।